তারিখ ... 29 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৪... ... কলাম ...১... .....

দৈনিক
আমাদের সময়

পাবনায় ছাত্রদের ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, পাবিপ্রবি বন্ধ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন আন্দোলন কাম্য নয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বিদ্যুৎ সমস্যা ও ক্যান্টিনে নিম্নমানের খাবার বিষয়টি আজ নতুন নয়। এসব বহুকাল আগে থেকেই শুনে আসছি। শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। ফলে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন তারা। এতে নষ্ট হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। পিছিয়ে পড়েন শিক্ষার্থীরা।

বিদ্যুৎ ও ক্যান্টিনে খাবার সরবরাহসহ নানা অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা নিরসনের দাবিতে আবাসিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি)। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন। এ সময় প্রশাসনিক ভবন, মেডিক্যাল অফিস, পোস্ট অফিসসহ বিভিন্ন ভবনে ভাঙচুর করা হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাম্বুলেন্স, একটি মিনিবাস ও একটি পিকআপ ভ্যান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়াসহ বেশকিছু গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রোববার থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে সম্মিলিত প্রতিবাদ, বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি আদায়ে মিছিল, সভা-সমাবেশ করবেন– এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ– এমন আন্দোলনও কারো কাম্য নয়। এ ঘটনায় প্রশাসনিকভাবে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডকে ডাকা হয়। বিদ্যুৎ সমস্যা হলে পড়ালেখা ব্যাঘাত ঘটবে– এটিই স্বাভাবিক। অন্যদিকে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবারই মেধা বিকাশে সহায়ক। খাবারে পুষ্টিমান না বাড়ালে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় যথেষ্ট এনার্জি পাবেন না।

আমরা আশা করি, শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি পূরণ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে যেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে না নামতে হয় – এমনটিই আমাদের প্রত্যাশা।